কবিতালাপ আয়োজিত

সাধন সরকার সংবর্ধনা

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৮৩

প্রযোজনা ঃ মনু ইসলাম

সম্পাদনা ঃ শ্রীবাস অধিকারী

ব্যবস্থাপনা ঃ ইজাজ হোসেন, আবদুর রহমান, কামাল আহমেদ, মকবুল হোসেন মিন্টু, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ মতিন, আ, ব, ম, মোছাদ্দেক, মহসীন মুর্শেদ, রাধেশ্যাম দাস, সৈয়দ লুৎফুল হক মিঠু, তরুণ কান্তি সাহা, অসীম বিশ্বাস, কামাল মাহমুদ, অর্পণউজ্জামান, নঈম নওরোজ, নজরুল খন্দকার, মেহেদী আল আমীন, কামরুজ্জামান ননী, আবদুস সবুর খান চৌধুরী।

উপস্থাপনা ঃ নাসিরুজ্জামান

কৃতজ্ঞতা ঃ কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, গোলাম কিবরিয়া,, হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, আবু ইসহাক, আবুবকর সিদ্দিক, বেদুঈন সামাদ, কে, জি, মোস্তফা, ওয়াহিদুর রহমান, লুৎফর রহমান সরকার, মুহাম্মদ কায়কোবাদ, বিদ্যুৎ সরকার, প্রশান্ত ঘোষাল, সাধন ঘোষ, বেলাল চৌধুরী, সৈয়দ তোসারফ আলী, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, আবদুল খালেক খান, আইনুল ইসলাম, এরফানউল্লা খান, শিহাব সরকার, এ, টি, এম, মফিজুল হক, সরদার মঈন, শামসু ভাই, আতাহার খান, শামসুল ইসলাম, এনায়েত মাওলা, নাসির আহমেদ, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ, আবদুল আউয়াল, সৈয়দ হায়দার।

সংগীত ঃ সাধন ঘোষ, ভারতী ঘোষ, এডেল বার্ড বাড়ই, রফিকুল ইসলাম সাথী, শীপ্রা দাস, বাপী গাইন, রমা ঘোষ, ইয়াসমীন বুলী, তনীয়া মিজান তন্নী।

তবলা ঃ স্বপন সরকার

প্রচ্ছদ অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পরিকল্পনা ঃ মুনির খান

মুদ্রণে ঃ কথাকলি প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ দুই টাকা

১৬/১ সাউথ সেন্ট্রাল রোড,
খুলনা

মুখবন্ধ

কবিতালাপের সপ্তম বর্ষপূর্তি উৎসবে আমরা সাধন সরকারকে আমাদের হৃদয়ের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। অনেক অনেক দিন ধরে তিনি আমাদের গান শোনাচ্ছেন। তার সুকীর্তি সবার শ্রুতিগোচর হলেও এ পর্যন্ত আলাদা করে তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা কখনো ভাবিনি। এ অপরাধ-স্খলনের সামান্য প্রয়াসে কবিতালাপ এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু আমাদের সীমিত সামর্থে আমরা এ কাজে কতোটুকু সাফল্য লাভ করবো? হয়তো ব্যর্থ হবো—এবং ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে আমাদের লজ্জা নেই, দীন হলেও আমরা যে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মানার্থে এটুক আয়োজন করতে পারলাম, এতেই আমরা শ্লাঘাবোধ করছি। কেননা, বড়োর কাছাকাছি আসতে পারার আনন্দই তাতে আমরা পাচ্ছি।

হাসান আজিজুল হক

সাধন সরকার

সাধন সরকার মোটা কাপড়ের আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, চোখে ভারী ফ্রেমের কালো চশমা—মানুষটি মাথা নীচু করে হেঁটে যাচেছন। রাস্তা থেকে সহজে চোখ তোলেন না। মুখখানি গম্ভীর, ভারি। একমাথা কোঁকড়া চুল, এখন তার তিন ভাগই ধূসর হয়ে এসেছে। একটু যেন এলোমেলো, পরিচছদ অবিন্যস্ত। তাঁর মধ্যে কোথাও নিজেকে গুছিয়ে তোলার ব্যাপার নেই।

একটু আগে বলেছি, মুখখানি গম্ভীর। কিন্তু পরিচিত কারো সংগে দেখা হয়ে গেলে ভরাট মুখে আরও ভরাট একমুখ সরল হাসি উপছে পড়ল, শোনা গেল আশ্চর্য জোরাল ভারী অথচ তীক্ষ্ম উচচ কন্ঠের সম্ভাষণ, এই যে, কি ব্যাপার। বুদ্ধির দীপ্ততে ঝিকিয়ে উঠল চোখ দু'টি। সাধন সরকারের বুদ্ধি—ধী আর মেধা, কৌতুক আর বিদ্রুপের একটা বিচিত্র মিশেল।

সাধন সরকারকে দেখা যায়, তাঁর মির্জাপুরের পুরোন একতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন, হাঁটছেন শামসুর রহমান রোড ধরে, খুলনা শহরের ছোট বড় রাস্তায়। বয়েস অনেক হ'ল তাঁর, ঠিক কতো হয়েছে জানি না, তবে পঞ্চাশের উপরে বলেই আন্দাজ করি।

এই দীর্ঘকাল কাটালেন নিজেদের পৈত্রিক একতলা বাড়িটায় স্ত্রী, পুত্র আর বৃদ্ধা মায়ের সংগে। কখনো বাসনা করেননি বাইরে যেতে, নাম যশ অর্থ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার

কামনা এতটুকু টলাতে পারেনি তাঁকে তাঁর নিজস্ব জীবন বিশ্বাসের মাটি থেকে। সে জীবন বিশ্বাস যেন উদ্ভিদের। মাটিতে থাকতে হবে শিকড় ছড়িয়ে—চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি করে হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর দিকে এগোবার দরকার কি? শুনেছি, পৃথিবী খ্যাত দার্শনিক কান্ট তাঁর জন্ম শহর কোনিগস্‌বার্গ থেকে দশ মাইলের বাইরে যাননি তাঁর আশি বছরের লম্বা জীবনে। **সাধন সরকার** সম্বন্ধে সে কথা বলা যাবে না হয়ত, কিন্তু তাঁর মত একান্তই খুলনা শহরের মানুষ আর কেউ আছেন কিনা আমি জানি না। তাঁর একতলা বাড়িটিতে প্লাস্টার নেই, লোনা ধরে দেয়ালগুলো নড়বড়ে হয়ে এসেছে। কোথাও কোন বৃদ্ধির লক্ষণ নেই। সবটাই ক্ষয়; ভেংগে পড়ছে, ধবসে পড়ছে, খুলে পড়ছে, **সাধন সরকার** দেখছেন। কি অসাধারণ নির্বেদ তাঁর। একি শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, নিরুদ্যম বৈষয়িক বিফলতায় ভেংগে পড়া মানুষের অসহায় নিশ্চেষ্টতা, নাকি **সাধন সরকারের** প্রকৃতির মধ্যেই আছে নিরাসক্তি, নিষ্কৃহতা আর নির্বেদ? জানি না।....

প্রায় তিরিশ বছর পিছিয়ে যেতে হবে আমাকে। ১৯৫৪ সালে ষোলো বছরের ছোকরা আমি। এসেছি দৌলতপুরে বর্ধমান জেলার এক অজপাড়াগাঁ থেকে। দৌলতপুর বজ্রলাল কলেজে ভর্তি হবার দু'তিন মাসের মধ্যেই হবে, শোনা গেল সন্ধের দিকে একটি গানের আসর বসবে একজন অধ্যাপকের বাড়ির ছাদে। অধ্যাপকের নাম যতদূর মনে পড়ছে নীল রতন সেন। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। অসাধারণ শিক্ষক, থাকতেন এখানকার দৌলতপুর বাসষ্ট্যান্ডের কাছে একটি লাল বাড়িতে। ঐ বাড়ির ছাদে ১৯৫৪ সালের কোন এক পূর্ণিমা সন্ধায় **সাধন সরকারকে** প্রথম দেখি আমি। তখন তিনি তরুণ, পাজামার সঙ্গে লম্বা ঝুলের ফুলশার্ট পরেছেন। হাতার বোতাম লাগানো নেই। ওই বয়সেও বেশবাসে একটু এলোমেলো, মাথাভর্তি কোঁকড়ান কালো চুল কোন রকমে ব্যাক ব্রাশ করা। আসরের শ্রোতাদের অধিকাংশই অধ্যাপক, কে কে ছিলেন এখন আর মনে নেই, সবাইকে চিনতামও না। তবে অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, সমঝদার, গণিতের অধ্যাপক সুবোধ মজুমদার ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন আমার মনে আছে। আসরের প্রথম দিকেই সঙ্গীত শিক্ষক কালিদাস চট্টোপাধ্যায় **সাধন সরকারকে** গাইতে বললেন। একটুও দ্বিতা না করে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে **সাধন সরকার** গাইলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। সেটা শেষ হতে শুরু করলেন—আমারে বাঁধবি তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে। এই দ্বিতীয় গানটির কথা আমি জীবনে আর কোনোদিন ভুলতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে, মনে রেখো আমি গেয়েছিলেম, মনে রেখো। মনের মধ্যে আমি এখন বারবার বলি, আমি সে গান শুনেছিলাম, মনে রেখো। আমাকে চিরকাল মনে রাখতে হবে, আমি গান শুনেছিলাম, আমি **সাধন সরকারের** গান শুনেছিলাম। কেমন ছিল তাঁর কন্ঠ, কেমন ছিল তাঁর গাইবার ভঙ্গি, কি রকম নিখুঁত ছিল তাঁর গান—সেসব বিচার তো করাই যায়। যেসব বাঘা বাঘা সমঝদার সেদিন ওখানে ছিলেন তাঁদের হিসেব নিকেস, আঁক-জোঁক, ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনে কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এখনও দেখতে পাই কোঁকড়া চুলে-ভরা মাথা, ছিপছিপে **সাধন সরকারকে** আর শুনতে পাই একটি ভরাট মধুর ভাবসৌকুমার্যে ভরা অপরূপ কন্ঠ, আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।

দূর হোক এই ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতা। **সাধন সরকার** এখন গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। শুনতে পাই তাঁর বাজার নেই।.....

এর অনেকদিন পরে ষাটের দশকের গোড়ায় কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিজের তৈরী নতুন বাড়িতে গিয়েছি। তিনি একথা সে-কথার পর বললেন, **সাধন** আজকাল ভালো গাইছে। খুব ভালো গাইছে। আমি জিজ্ঞেস করি, কি গান উনি?

কালিদাস বাবু বললেন, উচ্চাঙ্গই গায়।

একদিন গিয়ে শুনো। আমার কাছে তো আসে না আর। একটু চুপ করে থেকে কালিদাস বাবু আবার বললেন, লোন করে বাড়ি করেছি, এখন লোন শোধ দিতেই বাড়ি বিকি করতে হচ্ছে। বিকি ঠিক হয়ে গেছে। থাকবেন কোথায়? ক্লিষ্ট হাসলেন তিনি, কোনো উত্তর দিলেন না আমার প্রশ্নের। বললেন অন্য কথা, সাধনের গান শুনে দেখো।

এই পর্যন্ত তো এক রকম করে লেখা গেলো। যে মানুষের সঙ্গে কোনদিন পরিচয় হয়নি, মুখোমুখি আলাপ হয়নি একবারও, শুধু কখনোও কখনো দেখেছি হেঁটে যাচেছন, কিংবা কোনো আসরে গান গাইছেন, তেমন মানুষ সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখে ফেলা আদৌ কঠিন নয়। এই লেখাটা এতোক্ষণ তেমনিভাবেই চলছিলো। বলতে কি ১৯৬৩ সালের আগে **সাধন সরকারের** সঙ্গে একটিও বাক্য-বিনিময় হয়নি আমার। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে আমি স্থায়ীভাবে চলে এলাম খুলনায়। আর তখন থেকেই সূত্রপাত হলো এক জীবন্ত যোগাযোগের—এক আশ্চর্য নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ যোগাযোগ ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় সহযোগিতায়, কর্মে ভাবনায় চিন্তায়, সহমর্মিতায় বিরোধিতায় তর্কে-বিতর্কে ফেনিল পরিপূর্ণ এই যোগাযোগ। যিনি ছিলেন দূরের মানুষ, তিনি যেন আছড়ে পড়লেন আমার দৈনন্দিন জীবনের জঙ্গায়। **সাধন সরকারের** সঙ্গে এই দীর্ঘ সম্পর্কতাকে কষ্টে-দুঃখে বেদনায় পরিণত হয়েছিল একটি নেশায়। সেই নেশায় আমি বুঁদ হয়েছিলাম দীর্ঘ দশটি বছর। কিন্তু শুধুমাত্র সেকথা বলার জন্যেই তো এই লেখাটা শুরু করিনি।

বাস্তবিক ১৯৬৩ সালেরই মাঝামাঝিতে আমাদের একটি অদ্ভুত পরিবার গড়ে ওঠে। তার নাম সন্দীপন। আমি জানি একটি সংগঠনকে পরিবার বলা অসংগত—বিশেষ করে সন্দীপনের মতো একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন যার কাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বেশি দূরের ছিলো না, যার কর্মধারা বিষয়ে সংগ্রাম শব্দটার ব্যবহার অসংগত নয় এবং যার ভূমিকা দেশ ও কালের পটে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিলো। তবু এই সংগঠনের একটি পারিবারিক চেহারা ছিলো—সংগঠনগত নৈর্ব্যক্তিক কাজ আর কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যেখান থেকে সন্দীপনকে একটি পরিবার হিশেবেও দেখা চলতো। খুলনা বসে নাজিম মাহমুদ এবং মুস্তাফজুর রহমানের সঙ্গে আমার যোগা-যোগ হতে দেরি হয় না আর উৎসাহে উদ্দীপনায় সর্বক্ষণ যিনি টগবগ করে ফুটতে থাকেন, সেই নাজিম মাহমুদের মাথায় তখন একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন। সন্দীপনের জন্ম হলো। ওঁরাই আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে। সেখানে গিয়ে দেখি **সাধন সরকার** যাঁর সঙ্গে আমার কখনো কথা হয়নি, পরিচয় হয়নি, প্রথম যৌবনে পূর্নিমার আকাশ ভরা আলোয় যাঁকে আমার কিন্নরলোকের বাসিন্দা মনে হয়েছিলো দেখি তিনি বসে আছেন একেবারে সহজ মানুষ। একটু যেন বেশি সহজ, বড্ড বেশি স্বাভাবিক, আমার মধ্যে বিভ্রমের নেশা মাত্র থাকতে দিলেন না তিনি। বোধহয় কেউ আলাপ করিয়ে দিলেন না, আমিও একবারও বললাম না

তাঁকে আমি আগে দেখেছি মাত্র। আমার কথা বলতে লাগলাম—যেন চিরকাল কথা বলে এসেছি আমরা।

সেই শুরু। সন্দীপনের ভিতরে আমাদের সকলের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। এই সম্বন্ধ এমনিই সহজ স্বচ্ছন্দ ছিলো যে, আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাগে-পড়া কাজ করতে করতে পরস্পরকে যেন লক্ষই করতাম না। স্ত্রী ডাকসাইটে সুন্দরী হ'লে স্বামী একদিন সেটা আর খেয়াল করতে পারে না, কদর্যকুৎসিৎ হলেও তো মনে থাকে না। জীবনের চাপে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করি, প্রশ্ন করি না। প্রশ্ন করতে গেলে দূরত্বের প্রয়োজন হয়। সন্দীপনের ভিতরে আমরা কাজ করেছি, কে কতো বড়ো ভাববার কোনো অছিলা পর্যন্ত ছিল না, সন্দীপনের বৃহৎ কর্মপ্রবাহ সমসাময়িক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে প্রচন্ড গতিবেগ পেলো। আমাদের সবাইকে এক হয়ে দুর্ভেদ্য দেয়ালের মতো রুখে দাঁড়াতে হলো। সন্দীপনের মধ্যে এসে পড়লেন অসামান্য কর্মী পুরুষ খালেদ রশীদ। সকলেরই মনে পড়বে ষাটের দশকে একদিকে শোষণ তীব্র হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকার-গুলিকে একটির পর একটি ছিনিয়ে নিয়ে জেঁকে বসছে নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র। ভাষার প্রশ্ন, জাতিস্বারূপ্যের প্রশ্ন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ষড়তন্ত্র নিরামিষ রাস্তা ছেড়ে ক্রমেই আমিষ সন্ধানী হয়ে উঠছে। এই রকম প্রেক্ষাপটে সন্দীপন কাজ করছে, প্রতিষ্ঠানটিই গান রচনা করছে, সুরারোপ করছে, শিল্পী তৈরী করছে। তখন মনে থাকতো না গানগুলির প্রায় সবই রচনা করছেন নাজিম মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিক বা গানগুলিতে প্রায় এককভাবে সুরারোপ করছেন **সাধন সরকার**। সমস্তটাই সন্দীপনের বিশাল কর্মযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত-ব্যক্তি গেছেন চোখের আড়ালে। কিন্তু সেই উন্মাদনাতো আর নেই। এখন পড়ে আছে ছাই আর বিষণ্ণ ঠান্ডা পোড়া কাঠ-কয়লা। মনের ভিতরে চেয়ে দেখি,

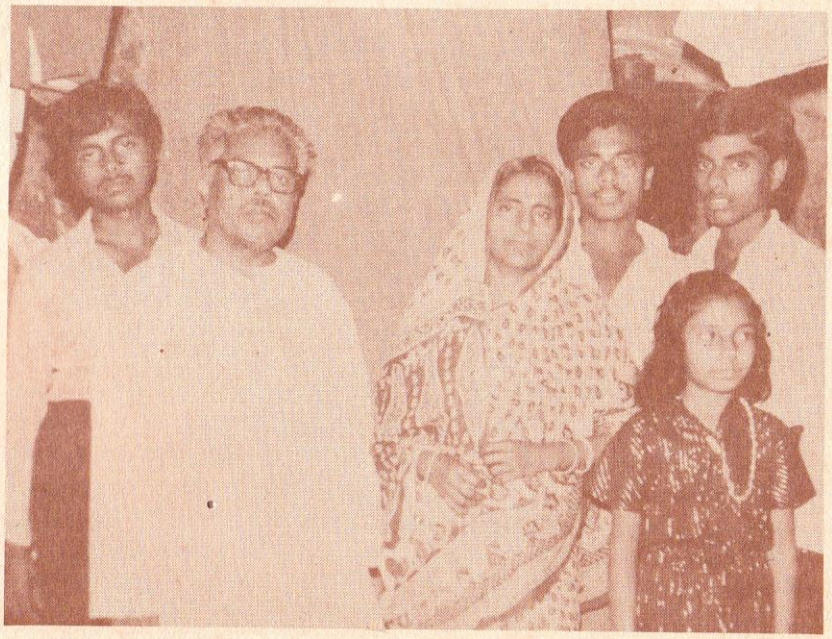

স্ত্রী, পুত্র-কন্যার সঙ্গে সাধন সরকার

সেখানে জাড্য আর জড়তা শক্ত হিম হয়ে আছে। পিছন ফিরে আজ **সাধন সরকারকে** আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। তখন দেখা যায়, কি অসাধারণ সাংগীতিক প্রতিভা নিজেকে হাউইয়ের মতো জ্বালিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠেছিলো। এখন দেখতে পাচ্ছি, সাত বছরে **সাধন সরকার** যে অসংখ্য গানে সুর দিয়েছিলেন তাতে আগুন ছিলো, মায়ের ভালোবাসা ছিলো, প্রেম বেদনার করুণ মুর্চ্ছনা ছিলো, জীবনের সংগ্রাম ছিলো, কিংবা এসবই হয়তো বাজার চলতি কথা—**সাধন সরকারের** গানে ছিলো এই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র ছন্দ। আধুনিক গান এখন পণ্য, সবচেয়ে নিম্নরুচির সন্তোষ বিধান ও বিনোদনের জন্যে রচিত, সুরারোপিত ও গীত। সেখানে **সাধন সরকার** গান বলতে বোঝেন জীবন—জীবনের সব প্রয়োজনের সাথী। তাই **সাধন সরকারের** গ্ল্যামার থাকবে না আশ্চর্য কি ?

আমার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। সঙ্গীতের আমি কিছুই বুঝি না। **সাধন সরকার** কতো বড়ো শিল্পী তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়—তিনি কতো বড়ো সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীত স্রষ্টা তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে যা বুঝেছি, বিনয় বাহুল্যে তাঁর উল্লেখ না করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। আমার কাছে তিনি একজন প্রতিভাধর সুরস্রষ্টা ও অতুলনীয় কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী শিল্পী। আমি জানি, গায়ক হিশেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তিনি কখনোই উঠতে পারেননি, সুর-স্রষ্টা হিশেবে তিনি তেমন কোনো স্বীকৃতি লাভ করেননি। প্রতিভাশালী মফস্বলবাসী শিল্পী বলে তিনি কখনো কখনো করুণা লাভ করেছেন মাত্র। বরাবরের নির্জন নিঃসঙ্গ **সাধন সরকার** পেয়েছেন অনাদর, অবহেলা, নিষ্ঠুর নির্যাতন ও অবজ্ঞা। দারিদ্রক্লীষ্ট সমস্ত জীবন ধরে তাঁর বৃহৎ পরিবারে ঢুকে কুরে কুরে খেয়েছে তাঁকে—তাঁর বাড়ি, তাঁর আসবাব, আপনজনদের নিঃশব্দে কেটে গেছে। তীব্র অভিমানী, সম্পূর্ণ সৎ, স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী ঠোঁট-কাটা আপোষহীন **সাধন সরকার** সমস্ত সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করেছেন।

আজ আমি এই সৎ নির্লোভ চরিত্রবান মানুষটিকে তাঁর নিষ্ঠার জন্যে তাঁর সততার জন্যে, দেশের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্যে নিঃশব্দেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুর শিল্পী সাধন সরকার

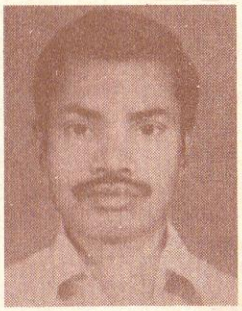

ইজাজ হোসেন

শিল্পী সাধন সরকার
সঙ্গীত জগতের এক অনন্য নাম ;
কিন্তু সত্যিকার বিচারে
তাঁর প্রতিভা কখনো
একটি সীমিত আধারে বদ্ধ হবার নয়।
জীবনে যিনি কোন দিন পারলেন না
তোষামোদ প্রিয় হতে বা
আত্মকন্ডুয়ন-মগ্ন কোনো
ব্যক্তিত্বের আদল পরতে।
তাই ভাগ্য তার
এক ধূসর জীবনের ক্ষেত্রে স্থাপিত
করেছে তাঁকে।
এ দেশে প্রতিভার এইতো আবশ্যিক পরিনতি
এ নিয়ে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ, দুঃখ বা
বিষাদ জমেনি।
মনুষ্যত্বের পলিতে তাঁর
উদার মাঙ্গলিক বাহু-বিস্তার—
আমাদের শ্রদ্ধার বিষয়।

জীবন মানুষ একবার পায়—সেই দুর্লভ ও মূল্যবান জীবন পরিক্রমায় আমাদের দেশে অনেকেই ভাগ্যের দৌলতে পরিবেশের আনুকূল্য পায়—আবার কেউবা হাজারো প্রতিবন্ধকতায় আপনার অস্তিত্ব বিকাশ অসম্ভব মনে করে। কিন্তু নিত্য-নিয়ত আপন সাধনায় মগ্ন থেকে যারা পরিণামে একটি দীর্ঘ পথরেখা সৃষ্টি করেন—সাধারণ মানুষ সে মানুষের সাধনা-লব্ধ পথরেখায় আকৃষ্ট হয়—এগিয়ে আসে, খুঁজতে চায় কে এই অগ্রজ, যিনি, এই অরণ্য-প্রান্তরে প্রথম পদচিহ্ন রাখলেন—খুঁজে পেতে সাহায্য করলেন বনভূমির অজানা সম্পদ ; সাধন-সরকারের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ অঞ্চলের মানুষের মনে এ ধরণের একটি চিন্তা স্বভাবতই জন্মলাভ করে। আমাদের খুলনা, কলকাতা নয়—ঢাকা নয়—খুলনাই। কিন্তু যে একটি মানুষ নিরন্তর প্রচেষ্টায় আপনাকে গানের ক্ষেত্রে এমন এক স্তরে উপনীত করেছেন, যেখানে মফঃস্বলীয় কূপ-মন্ডুকতা, হীনমন্যতা এবং অযোগ্যতা অতিক্রম ক'রে এক পবিত্র ধ্রুপদী সঙ্গীত জগতের আবহ আমাদের মনে জাগ্রত করে তার অপর নাম সাধন সরকার। কন্ঠসঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে, বাঁশিতে, তবলায়, সরোদে, সেতারে ইত্যাকার যন্ত্রসঙ্গীতে তার অকুন্ঠ অধিকার আনাগোনা সমান দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু গানতো কবিতা বা উন্যাস নয়, যে প্রশংসা করে তার উৎকৃষ্টতা সপ্রমাণ করা যাবে। নৃত্যের দোসর এই গান তাই প্রত্যক্ষতঃ কানে শুনেই তার মূল্যমান যাচাই করতে হয়। যারা সাধন সরকারের গান খুলনার বিভিন্ন ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানে শুনেছেন, কিংবা, রেডিও দেশ, খুলনা কেন্দ্রে তাঁর সাপ্তাহিক সঙ্গীত পরিচালনা-কৃতিত্বে মনোযোগ দিয়েছেন, তারা সঠিকভাবে তার সম্পর্কে বুঝেছেন। এ বিষয়ে বেশী কথা বলা তাই অনাবশ্যক।

সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক সাধন সরকার জন্ম লাভ করেন এই খুলনা শহরেই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। পিতার নাম কেশবচন্দ্র সরকার। মাতা সুখদাসুন্দরী। ভীষণ দারিদ্যের মধ্যে শৈশবকাল কাটে তাঁর। অকালে হয় পিতৃ বিয়োগ। বিধবা

মাতা সুখদাসুন্দরীর স্নেহে, যত্নে এবং তত্ত্বাবধানে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। কিন্তু একাডেমিক শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। স্কুলের পড়া শেষ ক'রে কলেজে আর ঢোকা সম্ভব হয়নি। দারিদ্র্য ও তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এর জন্যে দায়ী। সময়ের দিক দিয়ে তখন ১৯৪৬/৪৭ সাল।

ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের পাঠ একরকম শুরু করেছিলেন মার কাছে। মা সকালে সন্ধ্যায় নাম-কীর্তন করতেন। খোল বাজাতে বাজাতে ছোট ছেলে **সাধন সরকার** কখন যে সুর তালে পাকা হয়ে উঠেছেন, নিজেই বুঝতে পারেননি। তবে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে 'কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথমে শিখতেন বাঁশি। এক বছর পরে কণ্ঠসঙ্গীত শেখার সুযোগ আসে মরহুম মুন্সী ইসউদ্দিনের কাছে। তিনি খুলনা থেকে ঢাকা চ'লে গেলে শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে সাধন বাবু স্বগতোক্তির সুরে বললেন — আমার ছোট বেলার খেলার ও পড়ার সাথী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দালাল ও আমি এসাজ শিখেছিলাম 'কিশোরি বাবুর কাছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে রেওয়াজ করতাম। পরে কিশোরি বাবু খুলনা থেকে কলকাতা চলে যান।'

ফরিদপুরের মাদারীপুর মহাকুমার রাজৈর থানা অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে 'রমেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি মাধুরী সরকার-এর সঙ্গে ২৯শে অগ্রহায়ন ১৯৬২ সালে তাঁর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিন পুত্র ও এক কন্যার জনক তিনি। সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য অবদান বিষয়ে বলতে গেলে সেই অতি পুরাতন পুনরুক্তিকর কথাগুলোই বলতে হয়। যোগ্যতা যেখানে টাকা পরিমাণ, বাস্তবে পরিবেশিত হয়েছে সেখানে দু'আনা পরিমাণ সাফল্য। মফঃস্বলের চিরন্তন পশ্চাদপদতা তাঁর পরিশ্রমের বা মেধার কোনো উপযুক্ত পরিণাম-কৃতিত্ব এনে দিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে সাধন বাবু বড়ো সহজেই যেন ব'লে ফেললেন—'বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু

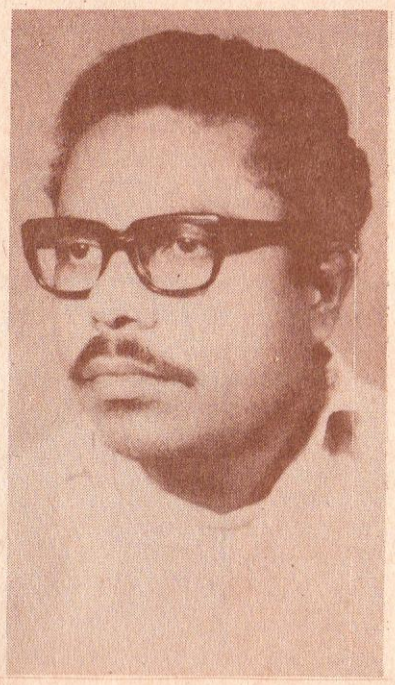

যৌবনে সাধন সরকার

কিছু গানের সুরারোপ করেছি মাত্র।' সুরারোপিত সে গানের উল্লেখযোগ্যগুলো হলো 'চর্যাপদ', কবি জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে', 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি। সুকান্ত ভট্টাচার্যের পদ্য নাটককে গীতি নাট্যে রূপান্তর। সন্দীপনের একুশের গান, শান্তির গান, সংগ্রামী গান, আধুনিক গান ইত্যাদি। সঙ্গীত জীবনের স্মরণীয় কোনো ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করলে বড়ো আশ্চর্য একটি কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল। সেটা হুবহু তুলে দিলাম—'সঙ্গীত জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটেছে, যা মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছে, এর ভেতর একটি ঘটনার কথাই বলছি। যে ঘটনার পর থেকে আমার বন্ধু পাখি শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা তিন বন্ধু একবার পাখি শিকার করার জন্য একটি বিলে গিয়েছিলাম। তিনজনই তখন তরুণ। প্রথমের হাতে ক্যামেরা, দ্বিতীয়ের হাতে বন্দুক আর তৃতীয় এই আমার কাছে খাদ্য-সামগ্রী।

বিলের ভেতর নৌকা নিয়ে ঘুরেও কোনো পাখি পাওয়া গেল না। দুপুর হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। মাঝি বল্লে—'এখন আর পাখি পাবেন নানে। খাইয়ে-দাইয়ে এট্টু বিশ্রাম ক'রে আবার বারোনো যাবেনন, চলেন।' আমরাও ক্ষুধার্ত, অতএব সম্মত হয়ে মাঝির ঘরের দিকেই নৌকা ফেরানো হলো। ভাঙ্গা একখানা দোচালা এই হলো মাঝির ঘর। মাঝি দুপুরের আহারের জন্য বল্লে। কিন্তু আমরা তিনজনেই নৌকাতে রয়ে গেলাম। বল্লাম—'আমাদের সঙ্গে খাবার আছে। তুমি বরং খেয়ে এসো।' আমাদের খাবার মানে পাউরুটি আর বাতাসা। খুলে দেখি রোদের তাপে রুটিটি চামড়ার মতো শক্ত হয়ে গেছে। তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসাসহ খাওয়া হলো। বিকেলেরদিকে আবার বেরুলাম। সকালেরদিকে কিছু ছবি তোলা হয়েছিল। বাড়ন্ত রৌদ্রেও কিছু ছবি তোলা হলো। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় একটি শব্দ—গুড়ুম, তাকিয়ে দেখি দ্বিতীয় বন্ধুটির হাতের বন্দুক থেকে গুলিটা ছুটেছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। বন্ধুটি জলে নেমে আহত চারটি স্নাইফ্ পাখি, অবশ্য খুব ছোট আকারের, নিয়ে এসে নৌকার খোলে রাখলেন। গুলি ঠিকমতো লাগেনি, সব পাখি উড়ে পালিয়েছে। আবার যাত্রা শুরু। কিন্তু আর কোনো পাখির ঝাঁক নযরে পড়লো না। সন্ধ্যা, বিলের ভেতর না নামলেও ডাঙ্গার ঘরে ঘরে বাতি জ্বলেছে, সেই সঙ্গে কিছু অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। মাঝি বল্লে—'চলেন, এখন ফিরি এ সময়ে বিলির মধ্যে গুলি চালানো ঠিক হবে না।' বেশ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এবং পেটে ক্ষুধার জ্বলন্ত আগুণ নিয়ে ফেরার জন্য মাঝিকে অনুমতি দিলাম। নৌকা আস্তে আস্তে তীরেরদিকে এগুচ্ছে। পেঁছুতে প্রায় মিনিট কুড়ির মতো লাগবে। আহত পাখি চারটে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ছট্‌পট্ করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। আমরাও সকলে চুপ। এই নিস্তব্ধতার ভেতর আমি হঠাৎ ক'রে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়ে উঠলাম—'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' নৌকা কখন কখন ঘাটে লেগেছে জানিনে। আমরা যেমন চুপচাপ বসেছিলাম তেমনিই বসে আছি। যেন খানিকটা মোহগ্রস্ত। মাঝির ডাকে আমাদের চমক ভাঙলো। শিকার করা পাখিগুলি মাঝিকেই দিয়ে দেওয়া হলো। শিকারী বন্ধুটির মুখ থমথমে। পাড়ে উঠে বললেন—'পাখি আর মারবো না।' কেন বললেন, জানিনে। হতাশায় ? কি দুঃখে ? না গানের সুরে ও কথার ধ্বনি মিশে যে জগতের স্পর্শ পেয়েছেন, সেই পরশ তাকে মনের গহীনে অন্তর-আত্মাকে আঘাত করেছে, বল্‌তে পারবো না। তবে তিনি আর কোনোদিন পাখি মারেননি। বন্ধুর তোলা বিভিন্ন ছবিগুলি খুবই সুন্দর হয়েছিল।'

শখের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, শখ বলতে যা বোঝায় তেমন কোনো উল্লেখ করার মত শখ নেই। পছন্দ হচ্ছে ফুটবল, ক্রিকেট খেলার রিলে শোনা ও বিদেশী খেলা দেখা। গানের ভেতর মরহুম আবদুল করিম খানের গাওয়া গানগুলি। অপছন্দ তোষামোদ করার প্রবৃত্তি।

বহুগানে সুরারোপ করেছেন। বৈচিত্র্যে তা ভিন্ন। সুতরাং তার মধ্যে থেকে একটি গানের নামোল্লেখ করা সম্ভবপর হলো না তাঁর পক্ষে। তবে সুরারোপিত প্রিয় গানগুলি বিষয়ে এক এক ক'রে বললেন। যেমন—একুশের গানের ভেতর নাজিম মাহমুদের রচনা "ধন্য মাগো তোমার ধুলো মেখেছি" ও "কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের।" আবুবকর সিদ্দিকের রচনা—"মনে পড়ে যায়" ও "ব্যারিকেড বেয়নেট"। জীবনানন্দ দাশের—"আবার আসিব ফিরে" ও "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি"। আধুনিক ও অচিন্ত্যকুমার ভৌমেকের—" আমি সামনেও নেই পিছনেও নেই" ও লাইলি ফিরেছো প্রিয়তমা"।

সাধন বাবু সব শেষে উল্লেখ করলেন যে, "ধন্য মাগো তোমার ধুলোয় জ্বলেছি" গানটি তাঁর ছাত্র হারুনর রশিদের সুর করা। কিন্তু গানটির প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে।

কবিতালাপ এর সাত বছর

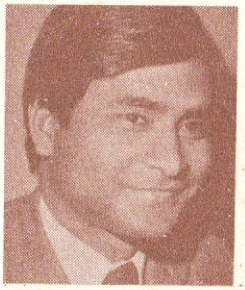

মনু ইসলাম

বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম যেভাবে হয় খুলনার **কবিতালাপ** এর জন্মও তার ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নয়। কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী ও প্রেমিক যুবক, একই রকম চিন্তা-ভাবনা একই রকমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও উদ্যম নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন **কবিতালাপ**, ১৯৭৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। **কবিতালাপের** সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল আন্তরিকতা আর সংগ্রামী মনোভাব। ইজাজ হোসেন, আবদুর রহমান, মনু ইসলাম, কামাল আহমেদ, নাসিরুজ্জামান, মোজাম্মেল হক, মকবুল হোসেন মিন্টু, এই কয়েকজন উৎসাহী, জেদি ও একাগ্রচিত্ত তরুণ যুবকদের সঙ্গে বন্ধুতার, সমমর্মিতার উষ্ণ হাত সম্প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন তরুণদের চাইতে প্রবলভাবে তরুণতর অরেক সাহিত্য সংস্কৃতি অন্ত-প্রাণ, হৃদয়বান ও একান্ত সজ্জন প্রবীণ গোলাম কিবরিয়া। এক সময়ে সাংবাদিকতা করতেন পরে সব ছেড়ে এখন ব্যবসা করছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর সহজাত। ব্যস এইটুকু সম্বল করে শুরু হয় **কবিতালাপের** জয়যাত্রা। উপদেষ্টা হিশেবে উৎসাহ যোগালেন আরও একজন প্রবীণ খ্যাতিমান সাহিত্যিক বেদুঈন সামাদ। কবিতালাপ এর নামকরণ করেছিলেন কবি নাসিরুজ্জামান। রাজধানী শহর ঢাকার বাইরে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার মধ্যে যে আস্থা, সাহস ও প্রত্যয়ের একটা সুদৃঢ় মনোবল রয়েছে সেটা উল্লেখযোগ্য বললেই সবটা বলা হয় না।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৩-র মধ্যে **কবিতালাপ** এর জয়যাত্রা পথের সবটাই যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তা কিন্তু নয়। অনেকানেক

কবিতালাপ এর
১৯৮৩ সালের
কার্যনির্বাহী কমিটি

উপদেষ্টা :
হাসান আজিজুল হক
আবদুর রহমান
বেদুঈন সামাদ
ইজাজ হোসেন

সভাপতি : নাসিরুজ্জামান

সাধারণ সম্পাদক : শ্রীবাস অধিকারী

সদস্য : মনু ইসলাম
আবদুস সবুর খান চৌধুরী
কামাল আহমেদ
মকবুল হোসেন মিন্টু
মোজাম্মেল হক
আ, ব, ম, মোছাদ্দেক
মহসীন মুর্শেদ
রাধেশ্যাম দাস
তরুণ কান্তি সাহা
সৈয়দ মতিন
সৈয়দ লুৎফুল হক মিঠু

বাধা বিপত্তি ও সমস্যাবলীর দুস্তর পথ পেরিয়ে **কবিতালাপ** আজ পর্যন্ত যা-যা কাজ করেছেন তা নিশ্চয়ই শ্লাঘার বস্তু। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গলায় বলার মতো কাজ, দেশের তিন তিনজন কবিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের অসমান্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা জানানো এবং পুরস্কৃত করা। এই কবিরা হলেন আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, রফিক আজাদ। নিয়মিত হলেও সাহিত্য পত্রিকা **'কবিতালাপ'**য়ের ৮টি সংখ্যা প্রকাশ করা। **'কবিতালাপ'** কাগজটি বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন মনু ইসলাম, কামাল আহমেদ, মোজাম্মেল হক, কামরুজ্জামান ননী, মেহেদী আল আমীন। কবি নাসিরুজ্জামানের সম্পাদনায় "জোচ্ছনায় অন্বেষায়" নামে একটি সংকলন বেরিয়েছিল।

১৯৭৮-এ মনু ইসলামের সম্পাদনায় দেশের ৬৯ জন কবির কবিতার অনুবাদ সংকলন "পোয়েমস ফ্রম বাংলাদেশ"

কবিতালাপ এর
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

* আবদুর রহমান
* ইজাজ হোসেন
* মনু ইসলাম (সভাপতি)
* নাসিরুজ্জামান (সম্পাদক)
* কামাল আহমেদ
* মোজাম্মেল হক
* মকবুল হোসেন মিল্টু

কবিতালাপ এর
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা
উপস্থাপনা করেছেন

আবদুস সবুর খান চৌধুরী
কামরুজ্জামান ননী
রোজী রহমান শালী ব্যানার্জী
সৈয়দ মতিন
শাহরিয়ার পারভীন কাকলি

কবিতালাপ
সাহিত্য পুরস্কার
প্রাপ্ত কবি

* আহসান হাবীব
* শামসুর রাহমান
* রফিক আজাদ

কবিতালাপের নিরলস প্রচেষ্টার আরেকটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

কবিতালাপ-এর সংগ্রামী সদস্যদের মধ্যে তরুণ কান্তি সাহা, সৈয়দ লুৎফুল হক মিঠু, রাধেশ্যাম দাস, মহসীন মুর্শেদ, আ, ব, ম, মোছাদ্দেক, সৈয়দ মতিন, আবদুস সবুর খান চৌধুরীর অনলস কর্মোদ্দীপনাই **কবিতালাপকে** সব সময় ফুটন্ত ও অপ্রতিরোধ্য করে রেখেছে।

চলতি বছর **কবিতালাপ**-এর সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে কবি নাসিরুজ্জামান ও শ্রীবাস অধিকারী।

উপদেষ্টা হিসেবে আছেন গোলাম কিবরিয়া, হাসান আজিজুল হক, বেদুঈন সামাদ, ইজাজ হোসেন, আবদুর রহমান।

কবিতালাপ-এর কর্মকান্ড আজ আর শুধু খুলনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র দেশের ভেতরেই সাহিত্যামোদীদের সপ্রশংস ও সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কবিতালাপ-এর সামনে ভবিষ্যতে আরও অনেক কাজ। সে সবকে মনে রেখেই **কবিতালাপ** দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবিতালাপ এর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

* আহসান হাবীব
* শামসুর রাহমান
* আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
* আল মাহমুদ
* সৈয়দ শামসুল হক
* হাসান আজিজুল হক

Kavitalap keeps the pace

Though it completed its seventh year only recently, KAVITALAP of Khulna proved its worth in raising a stir in the cultural realm of the country. Initiated by a bunch of poetry-loving youths with a view to infuse healthy thoughts into poetry and moulding a good readership through regular study circles, discussion-meets seminar, symposium etc., and bringing out a poetry magazine, Kavitalap treaded a comparatively long path as against the transience of similar other groups and movements.

Undoubtedly its a rare success for Kavitalap and much of its credit goes to the founding members: Abdur Rahman, Inas Hossain, Monu Islam (Founder-President), Kamal Ahmed, Mohbul Hossain Mintu, Nasiruzzaman (Founder-Secretary) Mozammel Hoque, etc.

The genesis of Kavitalap was not an uncommon event. It simply happened just in way it used to happen with various other literary and cultural movements of our country—a number of youngmen, spirited with almost the same or similar literary zeal, a literary magazine, 'Kavitalap', as christened by Nasiruzzaman, a budding poet.

The first three issues of this magazine were brought about under the editorship of Monu Islam and Kamal Ahmed, while the subsequent issues were edited by Mozammel Hoque and Kamruzzaman Nani. Then one day it ceased to come out an inevitably common fate shared by almost all our literary magazines in general, and mofussil-based magazine in particular—want of financial patronage being the main malady.

Poet Shamsur Rahman at the Kabitalap reception

But the death of a magazine failed to wrest away the spirit that gave life to it once. Had the perennial urge that remained found an expression in the formation of Kavitalap on the auspicious Victory Day in 1975. It was again an ambitious venture, indeed, particularly in a mofussil town situated far from the capital city albeit the mainstream, thanks to the unfailing conviction, courage and moral powers of the organisers.

However, the path that Kavitalap trekked across a time-span of seven years was not all strewn with flower petals. It had to pass through its hard days, too. Judged against this fact, the successes that Kavitalap achieved could in no way be underrated; rather those are quite enviable feats of achievement. Among those, a notable one is the event of offering felicitation and awards to three of our renowned poets—Ahsan Habib, Shamsur Rahman and Rafiq Azad—for the invaluable contributions they have rendered to our literary heritage.

'Poems from Bangladesh' a collection of translated poems of sixty-nine poets, compiled by Monu Islam and published in 1978, is another commendable instance of the persistent efforts and activities of Kavitalap.

The cultural meets or poetry recitals that have become frequent events of late are generally organised with the active participation of the young members of the organisation.

After so many good days and bad days, so many ups and downs, these undaunted youths have constituted a 11-member executive committee with poet Nasiruzzaman and Sreebas Adhikari as its President and Secretary respectively. The members include Inas Hossain, Monu Islam, Mozammel Hoque, Mohbul Hossain Mintu, A. B. M. Mosaddeque, Radheyshyam Das, Mohsin Murshed, Tarunkanti Saha & Syed Lutful Hoque Mithu. Besides, Messrs. Golam Kibria, Bedinddin Samad, Abdur Rahman & Hasan Azizul Hoque will act as its advisors.

To conclude, Kavitalap has irrefutably proved through its host of activities that literary and cultural pursuits are not limited & not to be limited within the periphery of Dhaka city.

The organisers: (From left) Nasiruzzaman, Monu Islam, Sribash Adhikari and Golam Kibria.

* আবু হেনা মোস্তফা কামাল
* আবু ইসহাক
* তরিকুল আলম
* লুতফুল হায়দার চৌধুরী
* শহীদ কাদরী
* বেলাল চৌধুরী
* রফিক আজাদ
* আসাদ চৌধুরী
* রশীদ হায়দার
* রফিকুল হক (দাদুভাই)
* মাহমুদ আল জামান
* হাবীবুল্লাহ সিরাজী
* খালেদা এদিব চৌধুরী
* শিহাব সরকার
* ইমদাদুল হক মিলন
* আলী ইমাম
* গোলাম সফদার সিদ্দিকী
* ইকবাল হাসান
* বিপ্লব দাস
* আতাহার খান
* সেলিম সামাদ

কবি আহসান হাবীব সংবর্ধনা ১৯৭৪

* সিরাজুল ইসলাম
* তপন ঘোষ
* মুহম্মদ নাযিমউদ্দীন
* ডঃ ইউসুফ হাসান
* আজিজ আহমেদ (এডিসি)
* নূরুল ইসলাম (জেলা প্রশাসক)
* অধ্যক্ষ ওয়াহিদুর রহমান
* অধ্যক্ষ আবুল বাশার
* মাজেদা আলী
* অসিতবরণ ঘোষ
* মুস্তাফিজুর রহমান
* মুহাম্মদ কায়কোবাদ
* সাধন ঘোষ
* ভারতী ঘোষ
* দীপা ব্যানার্জী
* আনোয়ারুল কাদির
* সৈয়দ হায়দার

কবি শামসুর রাহমান সংবর্ধনা ১৯৭৯

* এরফান উল্লাহ খান
* কবি নাসির উদ্দীন
* বিষ্ণুপদ সিংহ
* মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

কবিতালাপ-এ যাঁরা ছিলেন

* এ, এফ, এম, আবদুল জলীল
* আবুল কাশেম
* মিলন মাহমুদ
* কামরুজ্জামান ননী
* হাফিজুর রহমান
* ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
* জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
* লায়লা বিলকিস চৌধুরী
* কামরুল ইসলাম
* নাজিম শাহরিয়ার
* শালী ব্যানার্জী

* অমিত ঘোষ
* কামাল মাহমুদ
* নজরুল খন্দকার
* অর্পনউজ্জামান
* শামীম হাসান
* মেহেদী আল আমীন
* ইয়াসমীন আহমেদ
* ইলিয়াস হোসেন
* সবিতা আল আমীন
* কামরুল ইসলাম বুলবুল
* আকরাম হোসেন রাজা
* শফিকুল বারী জিলানী
* তৈয়বা হক চেমী
* মাহবুবুল আলম
* নূরুল আযম চৌধুরী

আজীবন সদস্য

* আহসান হাবীব
* শামসুর রাহমান
* শহীদ কাদরী
* আজিজ আহমেদ
* খালেদা এদিব চৌধুরী
* শামসুল ইসলাম